৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা,২৩ জৈষ্ঠ – ২৯ জৈষ্ঠ, ১৪২৭ ঃ ০৬ জুন – ১২ জুন, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 31, 06 Jun - 12 Jun, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দশ দিন অতিক্রান্ত হলেও আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতির

প্রতিশ্রুতি পৌঁছালো না সুন্দরবনে। পরিদর্শন আর পরিমাপের সরকারি অজুহাতের মাঝে ভয়ঙ্কর দুর্ভোগে দিন যাপন চলছে নোনা জলের আতান্তরে। সামনে কোটাল। ভয় আরও বাড়ছে।

রবিবার : পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল পাঁচ হাজার। প্রথমদিকে করোনা তথ্য নিয়ে

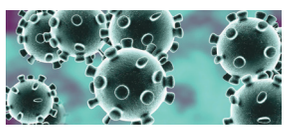

বিভ্রান্তির মেঘ কেটে গিয়ে এখন তা হু হু করে বাড়ছে। এদিন মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫১৩০। বাড়ছে মৃত্যুর পরিমাণও।

সোমবার : শুরু হল আরও ১০০ জোড়া ট্রেনের চলাচল। এগুলি চলবে দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ

স্টেশন ছুঁয়ে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আট-ন জোড়া ট্রেন রয়েছে এই তালিকায়। শ্রমিক স্পেশালের পাশাপাশি কোভিড বিধি মেনে চলবে দূরপাল্লার২০০ ট্রেন।

মঙ্গলবার : চলতি আর্থিক বছরে খরিফ ফসলের ন্যুনতম সহায়ক মূল্য

বাড়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। গত বছরের তুলনায় ৫৩ টাকা বেড়ে ধানের সহায়ক মূল্য দাঁড়াবে কুইন্টাল প্রতি ১৮৬৮ টাকা। এছাড়াও মূল্যে বেড়েছে মুগ, অড়হর, জোয়ার, বাজরা সহ অন্যান্য ফসলেরও। তবে এইসামান্য বৃদ্ধিতে খুশি নয় বিরোধীরা।

বুধবার : অহেতুক ভয় কাটাতে কন্টেনমেন্ট জোন চিহ্নিতকরণে বদল আনল রাজ্য সরকার। কোনও একটি

ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে কোভিড ধরা পড়লে পুরো আবাসন বা এলাকা আর আটকানো হবে না। শুধু ওই ফ্ল্যাট বা বাড়ি থাকবে লকডাউনে।

বৃহস্পতিবার : ১৫০ বছর পূর্তিতে কলকাতা বন্দরের নাম হবে গর্বিত ভারত সন্তান শ্যামাপ্রসাদ

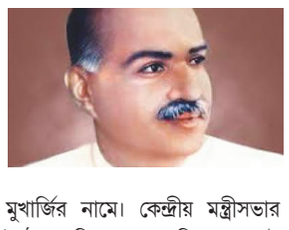

মুখার্জির নামে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠক সিলমোহর দিয়েছে এই সিদ্ধান্তে। উল্লেখ্য ভারতের স্বাধীনতায় অবিস্মরণীয় অবদান থাকলেও এই প্রথম জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পাচ্ছেন শ্যামাপ্রসাদ।

শুক্রবার : সরকারি বাসের পাশাপাশি দুদিন হল নিয়মবিধি মেনে পুরোনো ভাড়ায় চালু হয়েছে

বেসরকারি বাস। কিন্তু দুর্ভোগ কমেনি সাধারণ মানুষের। এমনকি বহু বাসে অবৈধভাবে নেওয়া হচ্ছে বাড়তি ভাড়াও, দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন যাত্রীরা। অভিযোগ শোনার লোক নেই।

সবজান্তা খবরওয়ালা

প্যাথি কৌলিন্যে ভুগছে কোভিড চিকিৎসা

ওঙ্কার মিত্র : একসময় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে কৌলিন্য প্রথার দাপটে কত প্রতিভা যে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। কুলিন সম্প্রদায়ের পণগ্রহণ থেকে শুরু করে অবিচারের কথা আজ সর্বজনবিদিত। সমাজ সংস্কারক বহু সহৃদয় মানুষের অক্লান্ত লড়াইয়ের ফলে পুরোটা না হলেও অধিকাংশ কৌলিন্য প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন আর কৌলিণ্যের চাপে অকুলিন মেধা বা প্রতিভা নিঃশব্দে মরে না। কেউ না কেউ তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

অনেক অন্ধকার যুগ পেরিয়ে আসা আধুনিক ভারতীয় সমাজের চিকিৎসা জগতে নতুন এক কৌলিন্য প্রথার জন্ম হয়েছে যা কোভিড চিকিৎসার আঙিনায় প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে অ্যালোপ্যাথি নামে যে চিকিৎসা পদ্ধতি কোভিড চিকিৎসায় থই খুঁজে পাচ্ছে না তার দিকেই ছোটানো হচ্ছে মানুষকে। কোন ওষুধে সারবে কোভিড তা নিয়ে বিভ্রান্ত যে প্যাথি সেখানেই ভিড় করছে রোগীর দল। অথচ পাশাপাশি যে প্যাথিগুলি আশা জাগাতে পারে তারা দর্শক হয়ে বসে আছে। অনেকের মতে তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে মাল্টিন্যাশানাল ওষুধ কোম্পানির নির্দেশ মতো।

সম্প্রতি সারা দেশে কোভিড প্রতিরোধে কার্য্যকারী বলে যে ওষুধটি মুখে মুখে ঘুরছে, স্যোশাল মিডিয়ার ওয়াল ভরাচ্ছে সেটি একটি প্রচলিত হোমিওপ্যাথি ওষুধ। অগোচরে ঘরে ঘরে চলছে এই ওষুধ সেবন। অথচ তার কোনও মান্যতা নেই প্যাথি কৌলিন্যের চাপে। দোকানে দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, আর্সেনিক অ্যালবাম, নামে এই ওষুধটি বিপুল চাহিদার ফলে 'আউট অফ স্টক'। আশ্চর্যের কথা যে প্যাথিতে এমন ওষুধ আছে সেই হোমিও প্যাথির শিক্ষিত চিকিৎসকরা কোভিড চিকিৎসায় অংশগ্রহণই করতে পারছেন না। অথচ এমবিবিএস-এর মতই একই কোর্সে সরকারি খরচায় পড়ানো হয় বিএইচএমএস। ইন্টার্ন করানো হয় সরকারি হাসপাতালে। অথচ কোভিড চিকিৎসার এই দুর্দিনে এমন অগণিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ঘরে বসে দিন কাটাচ্ছেন। হোমিও কলেজ ও হাসপাতালগুলির কোন ভূমিকাই নেই কোভিড চিকিৎসায়। নামকরা বহু হোমিও চিকিৎসক আক্ষেপ করে জানাচ্ছেন তাদেরও যদি কিছু কোভিড রোগীকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হতো তারাও গবেষণার সুযোগ পেতেন, কিন্তু তা হল না। অবশ্য বহু প্রতীক্ষার পর এই আক্ষেপ মেটালো আগ্রার নৈনিনাথ হোমিওপ্যাথিক কলেজ। গত ২১ এপ্রিল আয়ুষ মন্ত্রক কোভিড চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিকে ছাড়পত্র দিতেই চমক দেখাল এই কলেজ। আইসিএমআর-এর বিধি মেনে ৪৪ জনের উপর হোমিও ক্লিনিকাল ট্রায়ালে সুস্থ হয়ে উঠেছেন সবকটি কোভিড রোগী। এই কলেজ চিকিৎসকরা চাইছেন আরও বেশি সংখ্যক রোগীর উপর হোমিওপ্যাথি ওষুধের ট্রায়াল করতে। নৈনিনাথ হাসপাতাল কলেজের চিকিৎসক রাকেশ রাই এবং অধ্যক্ষ প্রদীপ গুপ্তা জানালেন কোভিড রোগীদের দুদলে বিভক্ত করে আয়ুষের ছাড়পত্র মেলা পাঁচটি হোমিও ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। সাত থেকে এরপর তিনের পাতায়

উপেক্ষিত লকডাউন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : করোনা ভাইরাসের কারণে সারা ভারতে লকডাউনের সূচনা হয় মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে। ধাপে ধাপে তা বাড়িয়ে চতুর্থ দফা করে ৩১ মে পর্যন্ত সময়সীমা জারি করে কেন্দ্র। তবে ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফা লকডাউন কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় শুধুমাত্র কন্টেইনমেন্ট জোনগুলির ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসতে আনলকের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জুনেই পাল্টে গেল লকডাউনের প্রায় আড়াই মাসের ছবি। চাঁপাডালির মোড়ে বাসে ওঠাকে কেন্দ্র করে মানুষের সাথে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় কন্টেইনমেন্ট জোনগুলি ধাপে ধাপে বেড়ে সর্বশেষ ১৪৪ টা হয়। বর্তমানে কয়েকটি উঠে গিয়ে ১২০ টিতে এসে দাঁড়িয়েছে বলে জানালেন, সিএমওএইচ ডা. তপনকুমার সাহা। তবে কন্টেইনমেন্ট জোনগুলি এখন আর আঞ্চলিকভাবে কন্টেইনমেন্ট করা হচ্ছে না, শুধুমাত্র আক্রান্ত বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টভিত্তিক এই মুহূর্তে কন্টেইনমেন্ট করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। জোনাল ভিত্তিক কন্টেইনমেন্ট বন্ধ করার কারণ প্রসঙ্গে সিএমওএইচ বলেন, 'এটা উপর মহলের নির্দেশিকা অনুযায়ী হচ্ছে, এর বেশি কিছু বলতে পারব

বাজারে উপচে পড়া মানুষের ভিড়

না।' উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত জেলা স্বাস্থ্য পারিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, করোনা ভাইরাস কার্যত বিশ্ব অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত, দেগঙ্গা, আমডাঙা, বনগাঁ, বসিরহাট সহ বিভিন্ন জায়গায় পরিযায়ী শ্রমিকরা আসার পর পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে। বারাসতে শালবাগান থেকে শুরু করে এস পি অফিস পর্যন্ত কন্টেইনমেন্ট জোন ছিল। কাজীপাড়া, পান্না ঝিল, হৃদয়পুর, নবপল্লি কেয়ার অ্যান্ড কিওর হাসপাতাল এলাকায় কন্টেইনমেন্ট জোন ছিল। কিন্তু এখন তো সব খুল্লামখুল্লা হয়ে গেছে। লকডাউন না খুললে বিভিন্ন মানুষ না খেয়ে মরবে। আবার খুলে দিয়েও শিরেসংক্রান্ত। আমরা খুব বিপজ্জনক অবস্থায় চলে গেলাম। কারণ উপসর্গহীন রোগীগুলো তো আমাদের ঘিরে রেখেছে। বহু লোক মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আনলকের প্রথম দিন থেকেই বাজারে মাস্কবিহীন বহু লোকের আনাগোনা। সবাই প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বেচা কেনা করছেন। তাতে আগামী দিনে ঘোর সঙ্কট তৈরি হতে চলেছে এটা আগাম অনুমান করে নেওয়াই যায়। তিনি আরও বলেন, আমি মাস্কবিহীন পাঁচজন লোককে মাস্ক না পরার কারণ জানতে চাইলাম। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান ও বাকি চারজনের দু'জন যুবক ও দু'জন মহিলা। মুসলমান ভদ্রলোক বললেন, আল্লা আছে, আল্লাই সব দেখবে। আর বাকি চারজন এমনভাবে আমার দিকে তাকলেন, যেন আমি কোনও অবাঞ্ছিত কথা বলে ফেলেছি। ৩১ মে পর্যন্ত সারা ভারতে করোনা আক্রান্তের যে সংখ্যাটা ছিল লক্ষাধিক, আগামী এক মাসেই সেই সংখ্যাটা দশ-বারো লক্ষে পৌঁছানো অস্বাভাবিক নয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিবেদক বেশ কয়েকটি কন্টেইনমেন্ট জোন ঘুরে দেখেছেন, কন্টেইনমেন্ট জোনগুলির ৩০ জুন পর্যন্ত কঠোর লকডাউনের সরকারি নির্দেশিকা জারি থাকলেও তা মানছে না কেউই। ফলে আগামী দিন যে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, এমন আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

ঘূর্ণিঝড়েও অক্ষত বৃক্ষ দেবতা অশ্বত্থ

১ জুন থেকে খুলে গেল বাবা বড় কাঁছারী ধাম

কুনাল মালিক : প্রায় তিন মাস পর খুলে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থ স্থান শৈব তীর্থ বাবা বড় কাঁছারী ধাম। করেনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য লকডাউনের জেরে অন্যান্য

বাবা বড় কাঁছারী ধাম। ফাইল চিত্র

তীর্থস্থানের সঙ্গে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাবা বড় কাঁছারী ধামও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মন্দির ত্রিপল দিয়ে ঢেকে চাবি দেওয়া ছিল। প্রচুর ডালার দোকান সহ খাবার দোকানও বন্ধ ছিল। শনি ও মঙ্গলবার ছাড়াও প্রতিদিনই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই শৈবতীর্থে ভিড় জমাতেন। জাগ্রত এই তীর্থ স্থানে মানুষজন নানা মানত করতো। মনস্কামনা পূর্ণ হলে বাজনা ও বিগ্রহ সহযোগে এই তীর্থস্থানে পুজো দিতে আসতেন। এরই মধ্যে গত ২০ মে আমফান ঘূর্ণিঝড়েও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এই এলাকায়। বড় বড় গাছ পড়ে যায়। মন্দির লাগোয় বট শিরিষও পড়ে যায়। কিন্তু মন্দিরের মধ্যভাগে অবস্থিত বৃক্ষ দেবতা অশ্বত্থ গাছটি তেমনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রসঙ্গত ১৯৭৮ সালে বন্যার সময় এই তীর্থস্থানে অশ্বত্থ গাছটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৯ সালে নতুন করে একটি গাছ রোপণ করা হয়। যেটি আজও বিদ্যমান। স্থানীয় মানুষজন বলছেন, সবই বাবার কৃপা। গত ১ জুন মন্দির খোলা হয়। মন্দিরের সেবাইত বিজন কাঁঠাল জানান, রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী মন্দির খোলা হচ্ছে। তবে দশজনের বেশি মন্দিরে ওঠা যাবে না। সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে । মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। আমরাও স্বেচ্ছাসেবক ও পুরোহিতদের জন্য মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করছি। তীর্থযাত্রীদেরও সহযোগিতা করতে বলেন।

আমফান হোক আবাস যোজনার সমীক্ষা ভিত্তি

শর্মিষ্ঠা সাহা : করোনা কেড়ে নিয়েছে রুজি-রোজগার। আমফান কেড়ে নিল মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও। বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরবনের জনজীবনের বর্তমান অবস্থা বোঝাতে এই দুটি বাক্যই যথেষ্ট। মূর্তিমান মহাপ্রলয়ের স্পর্শ অনুভব করার আগে পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি অভিঘাতের ব্যাপ্তি। চরম অজ্ঞতাভরে কত না রঙ্গ-রসিকতায় ভরিয়েছি সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল। অথচ গত ২০ মে দুপুরের পর মাত্র আড়াই ঘন্টার উপস্থিতি নিঃস্ব করে দিয়ে গেল মানুষের সহায় সম্বল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই ধ্বংসকে অভূতপূর্ব বিপর্যয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তুলনা করেছেন ১৭৩৭ (কেউ কেউ বলে ১৭৩৮) সালের মহাপ্রলয়ের সঙ্গে। ক্ষতির খতিয়ান দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দুই ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের হাজার হাজার কাঁচা, আধপাকা বাড়ি মাটিতে মিশে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও কয়েক হাজার। এক রিপোর্ট বলছে উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের মিনাখাঁ, হাড়োয়া, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদে পাঁচ হাজার বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বাঁধ ভেঙে নোনা জলে তলিয়ে গিয়েছে একের পর এক জমি। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৯০ শতাংশই ক্ষতিগ্রস্ত।

আমফানের অভিঘাত এতটাই গভীর যে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এসে সরেজমিনে আকাশপথে দেখে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার বিধ্বস্ত এলাকা। তাৎক্ষণিক ভাবে

পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করেছেন ১০০০ কোটি টাকা। ওড়িশাকে দিয়েছেন ৫০০ কোটি। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় দল সমীক্ষা করে রিপোর্ট দিলে পরবর্তী সাহায্যের ঘোষণা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই মতো গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ দল। যারা রাজ্য ঘুরে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট দেবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবা ন্যাশানাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির রিভিউ মিটিং-এ কেন্দ্রীয় দলকে যত শীঘ্র সম্ভব আমফান ধ্বংসের রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেছেন যাতে অবিলম্বে রাজ্যগুলির পাশে দাঁড়ানো যায়। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় দল বৃহস্পতিবার এসে পৌঁছেছে রাজ্যে।

শুধু প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী নন, আমাদের সাংবাদিকরাও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার দ্বীপ-দ্বীপান্তর ঘুরে আরও করুণ চিত্র তুলে এনেছেন। সাগর, ঘোড়ামারা, মৌসুনী, নামখানা, কুলতলি প্রভৃতি অঞ্চলে পড়ে গিয়েছে অসংখ্য কাঁচা বাড়ি। নোনাজলে ভেসে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। কেউ দিন কাটাচ্ছেন রাস্তায়, কেউ করোনা আতঙ্ককে সঙ্গী করে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে। সরকারি হিসাবে উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ সারা রাজ্যে ৫ লক্ষ মানুষকে সরানো হয়েছে। এরা সকাল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন ত্রাণের আশায়।

ক্ষয়ক্ষতির এই হৃদয়বিদারক খতিয়ান প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল ঢাক এরপর তিনের পাতায়

করোনাত্তর যুগ ও ডিজিট্যাল রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনাত্তর পরিবর্তিত দুনিয়ায় রাজনীতির রূপরেখা কি হবে? বিপ্লব কি দীর্ঘজীবী হবে না? আন্দোলন টান্দোলন কি তাহলে লাটে উঠবে? এই যে কথায় কথায় সমাজ পরিবর্তনের কথা শোনানো হত তার কি হবে? সঙ্গত প্রশ্ন কিনা বলুন? এতো আমার আপনার মনের কথা।

কিন্তু কেন এই কথার অবতারণা করা হচ্ছে? আসল কথাটা হল, সবকিছু যে ঘেঁটে দিয়ে বসে আছে সেই এক এবং অদ্বিতীয়ম করোনা।

করোনাত্তর জীবন শুধু ডিজিট্যাল ছন্দেই চলবে না। এই নয়া জমানায় কিন্তু সামাজিক দূরত্বের গেরো নিয়েই আমাদের কাটাতে হবে। যতদিন না পর্যন্ত করোনার ভ্যাকসিন হাতে এসে যাচ্ছে ততদিন এই লক্ষ্মণ গণ্ডি মেনে চলতেই হবে।

কি সেই লক্ষ্মণ গণ্ডি?

রাজনীতির এই নতুন রূপ নিয়ে দেশের মধ্যে সব রাজনৈতিক দলই নিজের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি।

ভাজপার তথ্যপ্রযুক্তি ইউনিট যে কোনও দলের কাছে ঈর্ষণীয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডিজিট্যাল আঙ্গিকে কিভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় এ ব্যাপারে বিজেপির আইটি সেল দেশের মধ্যে সেরা।

যারা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেন তারা কথায় কথায় নিশ্চিতভাবেই ভিড় জমাতে পারবেন না রাস্তায়।

এমতাবস্থায় বিজেপির আইটি সেল সময়োপযোগী হতে শুরু করে দিয়েছে। এরপর তিনের পাতায়

পরিবেশ রক্ষায় প্রাচীন বটগাছ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : ৪৫০ বছরের প্রাচীন একটি বট গাছ। ভেঙে পড়ে যায় একটি মন্দিরের উপর। গাছটির ডালপালা ছেঁটে দিয়ে সোজা করে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন গ্রামবাসীরা। পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে গ্রামবাসীদের গাছ বাঁচিয়ে রাখার এমন সচেতনতা এক অনন্য নজির।

জানা গেছে, বিগত প্রায় ৪৫০ বছর আগেই ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে কুমারশা গ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের অন্যান্য নদীতে গিয়ে মিশেছিল। তখন কুমারশা গ্রাম ছিল জঙ্গলঘেরা। এই জঙ্গলঘেরা নদীর তীরে ডাকাতরা গড়ে তোলেন একটি কালী মন্দির। সেখানে পুজো দিয়ে ডাকাত দল প্রতিনিয়ত ডাকাতি

এই সেই প্রাচীন বট গাছ, ছববি ঃ সুভাষ দাশ

করতে যেতো। ডাকাতি করে ফিরে এসে আবার ডাকাত দল ধূমধাম করে মন্দিরে পুজোপাঠের আয়োজন করতো এই জঙ্গলের কালীমন্দিরে। সেই মন্দিরের পাশেই বড় হয়ে ওঠে একটি বট গাছ। পরে ডাকাত দলের সমস্ত ডাকাতরা বয়সের ভারে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় ডাকাতি করা বন্ধ করে দেয়। ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নদীর তীরে মন্দিরে ডাকাতদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় পুজোপাঠও। কালক্রমে নদীও তার স্রোত হারিয়ে বিলীন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে ওঠে জনবসতি। থেকে যায় মন্দির এবং ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে বৃহৎ এক বটবৃক্ষ। পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা মন্দিরকে সংরক্ষিত করে পুজোপাঠ শুরু করেন। বিগত ২০ মে আম্ফান সুপার সাইক্লোনে প্রাচীন সেই বটবৃক্ষ ভেঙে পড়ে মন্দিরের উপর। প্রাচীন বটবৃক্ষ ভেঙে পড়লেও মন্দির অক্ষত অবস্থায় রয়ে যায়। মন্দিরের উপর থেকে গাছটি সরিয়ে কেটে ফেলার জন্য গ্রামবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় অনুনয় বিনয় করলেও কোন কাজ হয়নি। অবশেষে এলাকারই যুবক শিবাজী সিংহ এগিয়ে আসেন। তিনি গাছটিকে না কেটে বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দেন। এরপর তিনের পাতায়

লক ডাউনে সঙ্কটে ডেকরেটার্স শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাস অনেকের রুটি রোজগার কেড়ে নিয়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে চলতে থাকা লকডাউন এবং তার নানা বিধি নিষেধে অনেক শিল্পই লাটে উঠেছে। তেমনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডেকরেটার্স শিল্প সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। মার্চ মাস থেকেই নানা অনুষ্ঠান পূজা-বিবাহ এক প্রকার বন্ধ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রুরাল ডেকরেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য জেলা ও ব্লক স্তরে ইতিমধ্যেই স্মারক লিপি প্রদান করেছে। সম্প্রতি ওই সংগঠনের বাখরাহাট ইউনিটের পক্ষ তেকে বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিওকে একটি স্মারক লিপি দেওয়া হয়। সেই স্মারক লিপিতে বাখরাহাট ইউনিটের সম্পাদক রাজু শী ও সভাপতি স্বপনকুমার ঘোষ জানিয়েছেন-

আমরা বাখরাহাট ডেকরেটার্স সমন্বয় সমিতি ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ আপনার নিকট বিনীত নিবেদন জানায়, আমাদের ব্লকে ১৫৩ ডেকরেটার্স ব্যবসায়ী তৎসহ মাইক

ব্যবসায়ী, ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী, ক্যাটারিং ব্যবসায়ী এবং ডেকরেটার্স ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত কমবেশি ৬০০ শ্রমিক কর্মচারী ও রিক্সাওয়ালা নিয়ে অন্যতম এক বৃহৎ সংগঠন। যা সনিযুক্তি ব্যবস্থাপনায় ব্লকের এক বৃহৎ অংশের মানুষের সার্বিক জীবিকা নির্বাহের মূল ভূমিকা পালন করেছে বিগত দীর্ঘদিন পরিক্রমায়।

বর্তমানে মারন ভাইরাস কোভিট-১৯ প্রতিরোধে লকডাউনের সময়কালে সরকারি কর্মাদি, বিবাহ অনুষ্ঠানাদি, বিভিন্ন প্রদর্শনীর মেলা, ঘাট সামাজিক অন্যান্যপ্রকার অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমরা ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছি। স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারের দিনগুজরান ও করুণতম অবস্থায় পৌঁছেছে। প্রায় ৩,০০,০০ লক্ষ শ্রমিক এবং তাদের পরিবার এক নিদারুণ আর্থিক সংকটের পাশাপাশি সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ০৬ জুন – ১২ জুন, ২০২০

অনলাইন নির্বাচনী ভাবনা শুরু হোক

করোনা বিধ্বস্ত ভারতে বহু নির্বাচন প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য তোড়জোর শুরু হয়েছে। পৃথিবী বদলে গেছে এবং আগামী দিনে আরও পরিবর্তন ঘটবে। অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনীতির রসায়ন ও সমাজনীতিতে অপরিহার্য হয়ে পড়বে সংস্কারের।

ভারতবর্ষের বিশাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের করের পয়সায় যে ধরনের ভোট উৎসব কতটা বাস্তব সম্মত আজ দলগুলির ভেবে দেখার সময় হয়েছে। প্রতিটি বড় নির্বাচনে অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি চলে লোকক্ষয়ের রক্তস্রোত। জনগণের সেসব গা সওয়া হয়ে গেছে। নতুন সময়ের ডাক হলো ডিজিটাল নির্বাচনের ডাক। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়ায়' অনলাইন ব্যবস্থা ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠছে। ব্যাঙ্ক থেকে কেনাকাটা সর্বত্রই অনলাইনের ডিজিব্যবস্থা চলছে। ব্রাত্য শুধু অনলাইন নির্বাচন প্রক্রিয়া। নির্বাচনের স্বচ্ছতা আনতে আধার কার্ড কিংবা ভোটার কার্ডের সঙ্গে নির্বাচনী অ্যাক্ট যোগ করে দিলে খুব দ্রুত ও নিরাপত্তার সঙ্গে ভোট প্রক্রিয়া করা সম্ভব। মোবাইল পরিষেবার বাইরেও যে ভোটাররা থাকছেন তাদের জন্য মোবাইল বুথ তৈরি করা অসম্ভব নয়। সাধারণ পুলিশ কিংবা মিলিটারি ভ্যানকে তিন কামরায় বিভক্ত করে অনায়াসে মোবাইল বুথ পৌঁছে যেতে পারে শহরতলি গ্রাম গঞ্জে। সেক্ষেত্রে একটি বুথ ভ্যানের প্রবেশের প্রথম কামরায় স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রাখা সম্ভব। ভোট দান মেশিনে আধার কার্ড সংযোগ হওয়ার পরেই ভোট দান নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ভিভিপ্যাট রাখলেও চলে না রাখলেও ক্ষতি নেই। সম্পূর্ণ অনলাইনে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে কয়েক সপ্তাহ লাগলেও লাগতে পারে। অর্থব্যয় কম হবে, লোকক্ষয় কম হবে, অন্যদিকেও কর্ম দিবস নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা অনেক কম এবং কমে যাবে অর্থ ছড়িয়ে ভোট লুটের রাজনীতি। ভোট প্রক্রিয়াটিকে সহজেই নির্বাচন কমিশনের দফতর ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাতে পারবেন। গণ মাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলিও প্রয়োজনে এর শরিক হতে পারবে। ভোট প্রচারের সময় যে জন সমাগম হয় তা অনায়াসে বাদ দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করা সম্ভব। যা অতি সম্প্রতি মোদী অমিত শাহ জুটি করতে চলেছেন।

করোনা পরবর্তী ভারতে সামাজিক দূরত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের জীবন জীবিকা নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অন্যতম নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আধার কার্ড কিংবা সরকার গ্রাহ্য বৈধ কোনও প্রমাণ পত্রের মাধ্যমে ভোট দান সুনিশ্চিত করলে অযথা নাগরিকত্ব নিয়ে হইচই করার অবকাশ থাকবে না কোনও পক্ষের।

পৃথিবী বদলে যাচ্ছে অনলাইনের প্রভাবে। দূর শিক্ষার মতো পদ্ধতি স্কুল কলেজ অফিস কাছারিতে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ভারতের মতো দেশে যেখানে ভোট লুট হয় গুন্ডামি রক্তপাত খুব সাধারণ ব্যাপার আর টিপ সই দিয়ে ভোট দিতে হয় বহু মানুষকে সেক্ষেত্রে মোবাইল ও মোবাইল বুথ ভ্যান আগামী দিনে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই। এখনই সময় এসেছে এই নিয়ে দ্রুত ভাবনা চিন্তা করার। দেশে মেধাবী বিজ্ঞানীর অভাব নেই নির্বাচনী অ্যাপ প্রস্তুত করারও সমস্যা হবে না। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছা থাকলেই এটা করা সম্ভব।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র পাঁচ

তদেজতি তৈহেজতি তদ্ দূরে তদন্তিকে।
তদন্তবস্য সর্বসা তদু সর্বস্যাল্য বাহ্যতঃ।।৪।।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

বিচার–বুদ্ধিহীন অবস্থার নিন্দা করে বলেছেন যে, মূর্খরাই কেবল তাঁকে মরণশীল ব্যক্তি বলে অনুমান করে উপহাস করে। (গীতা ৯/১১) তিনি মরণশীল ব্যক্তি নন, তেমনই তিনি আমাদের সামনে জড়া প্রকৃতিজাত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন না।

তথাকথিত অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা মনে করেন, ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জড়দেহ ধারণ করেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির কথা না জেনেই, মূর্খরা ভগবানকে সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করে।

অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন বলে ভগবান যে কোন উপায়েই আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে স্বেচ্ছায় রূপান্তরিত করতে পারেন। অবিশ্বাসীরা তর্ক করে যে, ভগবান স্বয়ং কোন মতেই মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেন না এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তবে তিনি জড়া প্রকৃতিজাত রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করলেই এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। এমন কি ভগবান যদি জড়া প্রকৃতির আকর নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিতও হন, তবুও তাঁর পক্ষে সেই জড় শক্তি উভয়েরই উৎস এক, তাই উৎসের ইচ্ছা অনুসারেই শক্তিগুলির যথাযথ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফেসবুক বার্তা

রিস্কি ট্রেড ও পুষ্টিকর কেনাকাটা

পার্থসারথি গুহ ঃ

গত কয়েকদিন ভারতীয় ন শেয়ার বাজারের পক্ষে বলার মতো খবর বলতে নিফটির পুনরায় ১০ হাজারের ঘর দখল করা। বস্তুত, এই ১০ হাজারের ঘরটা ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে মাইলস্টোন । কারণ, এই ম্যাজিক ফিগার ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় অর্থনীতিও সেই ম্যাচুইরিটি লাভ করল যা এতদিন আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলো অর্জন করেছে। ২০১৭ ছিল সেই স্বপ্নের বছর। যে বছর ভারতীয় সূচক এই উত্তরণ লাভ করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে ২০১৮ এবং ২০১৯ সাল সেই পরম্পরা বজায় রাখতে পেরেছে।

কিন্তু, কোভিড ১৯ এসে সব গুলিয়ে দিয়েছে। তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে ভারত সহ সারা দুনিয়ার অর্থনীতিতেই। নিফটি এক ঝটকায় চলে এসেছিল ৭ হাজারের ঘরে। যদিও সেই নিফটির ৭ হাজারের রুটম্যাপ এবং সেনসেক্সের ২২–২৩ হাজার ঘরটা ছিল খুবই সাময়িক একটা পিনপয়েন্টের জায়গা। সেখান থেকে নিফটি বেশ কিছুদিন হল সাড়ে ৮ হাজারের ওপর থাকাটা অভ্যেস করে ফেলেছে। এই জায়গা থেকেই প্রায় মাস দুয়েক পর ১০ হাজার অতিক্রম করা অতি অবশ্যই নিফটির পক্ষে চ্যালেঞ্জিং ঘটনা। বিশেষ করে এমন একটি খারাপ পরিস্থিতিতে এই ১০ হাজারের ঘর আগামীর ইতিবাচক অবস্থানও স্পষ্ট করছে। যদিও অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, এই ১০ হাজার বেশিদিন স্থায়ী হওয়ার নয়। সেক্ষেত্রে ৯ হাজার ধরে রাখাটাও বড় অ্যাচিভমেন্ট গণ্য করা হবে।

আপাতত এসব দিকে নজর না দিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীদের উচিত নিজেদের পোর্টফোলিও সুবিন্যস্ত করে তোলা। ভারসাম্য রক্ষা করে এমন একটা ডিপি গড়ে তুলতে হবে যেখানে সবধরনের ভাল শেয়ারের উপস্থিতি থাকে। ওষুধ, এফএমসিজি, ব্যাঙ্ক (উল্লেখ্যযোগ্যভাবে সরকারি ব্যাঙ্কও) এবং তথ্যপ্রযুক্তির বাছাই করা ভাল পারফরমেন্স দেওয়া শেয়ার দিয়ে ডিম্যাট সাজিয়ে নিতে হবে। হয়তো এখন কিনলেই বিশাল কোনও রিটার্ন মিলবে না। কিন্তু, আজকের ক্রয় হয়তো গড়ে দেবে আগামীর রোডম্যাপ। অবশ্যই সেই রোডম্যাপ পৌঁছবে দেবে বড় লক্ষ্যের দিকে। এখন কিনতে হবে সেই বিখ্যাত গান মাথায় রেখে বা গুনগুনিয়ে, ' ওই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব'। চাঁদের পাহাড় এক্ষেত্রে যে বাহুল্যপূর্ণ একটি দুরন্ত ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট সেটা বোধহয় উল্লেখ না করলেও চলবে।

প্রথমেই যদি ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে আলোচনা শুরু করি তাহলে বলতেই হবে বেশ কয়েকটি কোম্পানির কথা যারা ধারেভারে শুধু দেশের নয়, বিদেশের তুলনাতেও কোনও অংশে কম নয়। এদের মধ্যে অগ্রণী কোম্পানি হল স্যানোফি, ন্যাটকো, সিপলা, ডক্টর রেড্ডিজ, লুপিন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা। বছরের পর বছর ধরে এদের যেসব প্রোডাক্ট তথা ওষুধ বাজারে এসেছে তার মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্বমানের। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও এদের জুড়ি মেলা ভার। ন্যাটকো ফার্মা যেমন মারণ ক্যানসার রোগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিষেধক হিসাবে উঠে এসেছে। আবার স্যানোফি এই মুহূর্তে সারা দুনিয়াকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা করোনা রোগের ওষুধ তথাভ্যাকসিন বের করার যে বিশ্বজনীন দৌড় চলছে তাতে সর্বাগ্রে রয়েছে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে দেশি–বিদেশি জয়েন্ট ভেঞ্চারের এই সংস্থাটি কত বড় মাপের গবেষণায় লিপ্ত আছে। তার প্রমাণও মিলছে স্যানোফির শেয়ারের দামের দিকে তাকালে। যেখানে উত্তরোত্তর একটা বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। আবার ন্যাটকোও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। এইসব কোম্পানিগুলোর ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক ফলাফল দেখলে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে সংস্থাগুলো কতটা উন্নত মানের। সুতরাং, বাজারের এই খারাপ পরিস্থিতিতে অতিঅবশ্যই টার্গেট করতে হবে এইসব ভাল শেয়ার ডিপিভুক্ত করার দিকে। একবারে না হোক, অল্প অল্প করেই না হয় কেনা চালিয়ে যেতে হবে। দেখা যাবে গিয়ে আগামীতে এই ধরনের কেনাকাটা সম্পদশালী হতে সাহায্য করছে লগ্নিকারীদের। এর পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্তত্ব ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি ব্যাঙ্কও ঝাঁপবন্দি করতে হবে। কারণ, এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ তো বটেই।

প্রশাসন বনাম পরিযায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভেঙে গেল ধৈর্যের বাঁধ। কোচবিহার জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কোচবিহার পলিটেকনিক কোয়ারান্টাইন সেন্টারে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা। ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেল এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি বড় অংশকে। রবিবার দুপুর থেকে এই ঘটনায় সীমাহীন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এই কোয়ারান্টাইন সেন্টার চত্বরে। বিক্ষোভে বিক্ষোভে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এই কোয়ারান্টাইন সেন্টারের ভেতরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। কিন্তু তাদের এই বিক্ষোভ থামাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশ বাহিনীকে।

১০ দিন কেটে গেলেও এই পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে সংগ্রহ করা লালারসের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসছে না জেলায়। এই পরিস্থিতিতে এক চরম সঙ্কট আর আতঙ্ককে সঙ্গী করেই প্রায় ২০ দিন যাবত কোচবিহার পলিটেকনিক কোয়ারান্টাইন সেন্টারে অপেক্ষার দিন গুনছেন শতাধিক পরিযায়ী শ্রমিক। এর সাথে রয়েছে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার যন্ত্রণা। পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। ঘরের মেঝেতে প্লাস্টিকের উপর বাধ্য হয়ে শিশুদের নিয়ে ঘুমোতে হচ্ছে এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য সদস্যাদের। আর সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয়, সংশ্লিষ্ট এই কোয়ারান্টাইন সেন্টারে রয়েছে ১৭জন করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি। আর তাদের সাথেই থাকতে হচ্ছে এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের বলে অভিযোগ তোলেন তারা। ইতিমধ্যেই রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত মহারাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে পরিযায়ী শ্রমিক আসতে শুরু করেছে এই পলিটেকনিক কোয়ারান্টাইন সেন্টারে। যে কোনো মুহূর্তে এই কোয়ারান্টাইন সেন্টারে থাকা সব আবাসিকরা করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন তারা। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ

উদাসীন কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বারবার প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের অনুরোধ জানিয়েও কাজের কাজ হয় নি কিছুই। এই পরিস্থিতিতে তাই কার্যত বাধ্য হয়েই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তারা বলে এদিন জানান কোয়ারান্টাইন সেন্টারে থাকা এই পরিযায়ী শ্রমিকরা।

এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে এদিন কার্যত ব্যর্থ হয় প্রশাসনিক কর্তারা। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক সহ জেলা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট কোয়ারান্টাইন সেন্টারে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেও তাদের কাজ সুস্থ করতে পারেননি। প্রশ্ন উঠছে, জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে কোয়ারান্টাইন সেন্টার গড়ে তোলার মতো অবস্থা থাকলেও কেন প্রশাসন সেদিকে পা বাড়াচ্ছে না? কেনই বা এই পরিযায়ী শ্রমিকদের লালারসের রিপোর্ট এসে পৌঁছাচ্ছে না, তা নিয়েও কেন উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না তাদের মুখে? তা নিয়েই এই মুহূর্তে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

কোভিড কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও নতুন করে কোচবিহার জেলায় করোনায় আক্রান্ত হলেন ১৬ জন। জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৩২ জন। তবে ভালো খবর কোচবিহারে প্রথম সংক্রমিত ৩২ জনের দ্বিতীয়বার নমুনা পরীক্ষার পর ২৬ জন করোনা মুক্ত বলে জানা গিয়েছে। বুধবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়। পাশাপাশি করোনা মুক্তি ২৬ জন ব্যক্তি গতকাল গভীর রাতে চ্যাংড়াবান্দা এসে পৌঁছলে স্থানীয় ভিডিও সাধারণ মানুষসহ কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের হাততালি দিয়ে অভিবাদন করেন। প্রসঙ্গত, গত রবিবার নেগেটিভ রিপোর্ট আসে ২৬ জন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির। এই রিপোর্ট হাতে আসার পরে জেলা জুড়ে কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে। যদিও জেলার বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা আবাসিক অভিযোগ করছেন দীর্ঘদিন ধরে তারা কোয়ারেন্টাইন থাকার পরেও এখনও তাদের লালারসের রিপোর্ট এসে পৌঁছায় নি। স্বভাবতই অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা। ঘটা করে জেলা প্রশাসন জানিয়ে দেয় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে শুরু হতে চলেছে পরীক্ষা। কিন্তু বলাই সার। এখন অব্দি শুরু হয় নি লালারস পরীক্ষা। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ জানানো হয়েছে সমস্ত রকম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। তবে কি অজ্ঞাত কারণে এখনো শুরু করা গেল না পরীক্ষা তা সকলেরই অজানা। এমতাবস্থায়, বারবার গাফিলতির অভিযোগ উঠছে স্বাস্থ্য দপ্তরের দিকে।

ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমফানে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। চলছে সরকারি ভাবে ক্ষতির হিসাব। সুন্দরবনের নদীমাতৃক কুলতলি ব্লকের দেউল বাড়ি ও ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নদী বাঁধ ভেঙে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। গৃহহীন বহু মানুষ এখনো আশ্রয়হীন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে ত্রাণ দেবার কাজ চলছে এই সব এলাকায়। এরই পাশাপাশি চলছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল

মেডিকেল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে দেউল বাড়ি ও ভুবনেশ্বরী এলাকায় গিয়ে অসহায় মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ঔষধ ও তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নেন ডা: প্রভাত সিংহ, ডা: অর্ণব পাল, ডা:অনির্বাণ সাহা সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক। সুন্দরবনে আগামী দিনে ও এই ধরনের শিবির হবে বলে চিকিৎসকরা জানালেন।

ধর্ষণের অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমফানের স্মৃতি এখনো তাজা। আর এরই মাঝে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উলেমারা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, উলেমারা গ্রামের ওলিউল্লা মোল্লা ও আসমা বিবির দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। এদের সাত বছরের নাবালিকা মেয়েকে প্রতিবেশি বছর ২৮ এর আবির (খোকন) হোসেন খাবার দেওয়ার নাম করে বাড়ির পাশের বাগানে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে কয়েকদিন ধরে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ইদের রাতে আক্রান্ত হওয়া ওই নাবালিকা তাঁর মাকে পুরো ঘটনাটা বলে ভয়ে ভয়ে। এরপরে ঘটনাটি জানাজানি হলে অভিযুক্ত পরিবার সহ এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। ওই নাবালিকার

দিদি নাজমা মোল্লা বলেন, আমরা অবিলম্বে দোষী যুবকের কঠিন শাস্তি চাই। এ ব্যাপারে বকুলতলা থানা সূত্রে জানা গেল, ওই নাবালিকাকে প্রথমে জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরে বুধবার সকালে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পক্সো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত পলাতক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তের এক আত্মীয় সামসুদ্দিন সেখকে পুলিশ জেরা করে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

অব্যবস্থা, পথে বামেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: আগামী ৭দিনের মধ্যে কোচবিহার জেলায় কোভিড—১৯ এর লালারসের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ জেলার কোয়ারান্টাইন সেন্টারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেওয়া না হলে কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বামফ্রন্ট। শুক্রবার বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ৮দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা করে এই হুঁশিয়ারি দিলেন কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায়। এদিন এই দফতরের সামনে বিক্ষোভও দেখান বামফ্রন্টের নেতাকর্মীরা। এদিনের কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায় সহ সিপিআই(এম) নেতা তমসের আলি, তারিণী রায়, মহানন্দ

সাহা, অমিত দত্ত, বিধায়ক নগেন্দ্রনাথ রায়য়, সিপিআই নেতা পার্থ প্রতিম সরকার প্রমূখ।

কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায় এদিন বলেন, করোনাভাইরাস যেভাবে প্রতিদিন ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে কোচবিহার জেলার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই জেলায় একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ থাকলেও এখনো কোভিড টেষ্টের ব্যবস্থা করা হয় নি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০হাজার পরিযায়ী শ্রমিক এসে পৌঁছেছে কোচবিহারে। আরও ৭০হাজার শ্রমিক প্রবেশ করতে চলেছে এই জেলায়। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে চরম গাফিলতির পরিচয় দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। কোয়ারান্টাইন সেন্টার গুলিরও চরম দুরাবস্থা। এখানে থাকা খাওয়া সহ বিদ্যুৎ, পানীয় জলের চরমতম অব্যবস্থা। এক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে অমানবিক আচরণ করছে সরকার। এই রাজ্যে যে সরকার চলছে, তারা সব দিক থেকেই ব্যর্থ। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে যদি সরকার এখনও দৃষ্টিপাত না করে, তাহলে ক্ষোভে আর রাগে আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা। সরকারের ব্যর্থতায় শ্রমিকদের এই অসহায়তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এর পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তাদের পরিবার পিছু ন্যূনতম ৩৫কেজি খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা, পরিবহন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় কাজ করা মানুষেরা যারা এই পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়েছেন এবং যাদের রোজগার এই মুহূর্তে বন্ধ, এই অংশের সমস্ত মানুষদের জন্য মাসিক ৭হাজার ৫০০ টাকা করে ধার্য্য করার দাবিও এদিন জানানো হয়েছে কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও করোনাভাইরাস সংক্রান্ত কোনও তথ্য গোপন না করে প্রতিদিন এই জেলার করানো সংক্রান্ত আপডেট বুলেটিন আকারে প্রকাশ করা, পরিযায়ী শ্রমিক সহ প্রত্যেক গরিব মানুষের জন্য রেশনের মাধ্যমে চাল বরাদ্দ করা, যাদের রেশন কার্ড নেই, তাদের কুপন দিয়ে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা সহ মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, করোনা চিকিৎসার সাথে যুক্ত সমস্ত চিকিৎসক—নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করারও এদিন দাবি জানানো হয়েছে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বলে এদিন জানান অনন্ত রায়।

বিদ্যুত বিল মকুবের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউন পরিস্থিতিতে ৩ মাসের বিদ্যুত বিল মকুবের দাবি সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিদ্যুত বন্টন ব্যবস্থা বেসরকারি মালিকানায় নিয়ে যাওয়া ও বিদ্যুত শিল্পের বেসরকারিকরণ করে প্রান্তিক এলাকার বিদ্যুত গ্রাহকদের বিদ্যুত পাওয়ার অধিকার হরণ করার সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সোমবার বিদ্যুত বন্টন সংস্থার কোচবিহার জেলার সদর দপ্তরে যৌথভাবে বিক্ষোভে সামিল হল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি। এদিন এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বস্তি আন্দোলনের নেতা সাধন দেব, ছাত্রনেতা কৌশিক ঘোষ, যুব নেতা ভাস্কর মুখার্জি, অভিষেক ভট্টাচার্য প্রমূখ।

করোনার মত অতিমারিতে জর্জরিত গোটা বিশ্বের সাথে এই দেশ এবং এই রাজ্য। একদিকে যখন দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতি তলানিতে ঠেকেছে। ঠিক এই সময় টোটো চালক, রিকশা চালক থেকে শুরু করে দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমজীবী

কোচবিহার শহরে বিদ্যুত দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ছাত্র –যুব –মহিলা এবং বস্তিবাসীরা

মানুষের হাতে কাজ না থাকায় চরম সঙ্কটের মুখোমুখি তারা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিচ্ছে বিদ্যুত দপ্তর। অন্যান্য সময়ের মতো এই মুহূর্তেও বিদ্যুত বিল পৌঁছে যাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে। এর পাশাপাশি নির্লিপ্তভাবে ইলেকট্রিক মিটার রিডিংও চলছে একইভাবে। মানুষ খেতে পারছেন না, এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা। বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে কোনও রকমে পেটের জ্বালা মেটাতে হচ্ছে এই অংশের মানুষদের। এই অবস্থায় বিদ্যুত দপ্তরের এই অমানবিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন তারা বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এদিন শুধু তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন, তাদের দাবি মানা না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা।

সঙ্কটে শোলাশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণ রুখতে শুরু হয়েছে লকডাউন । লকডাউন দুমাস অতিক্রান্ত। লকডাউনে গৃহবন্দি মানুষজন । ফলে চরম সঙ্কটে পড়েছে রাজনগর মালিপাড়ার শোলাশিল্পীরা । শিল্পীদের তৈরি পুজোর চাঁদমালা,বিয়ের টোপর সহ বিভিন্ন শোলার দ্রব্য বাইরে বিক্রি করতে পারছে না এখন । তাঁদের এই কুটিরশিল্পের ওপরেই জীবনজীবিকা

চলে আসছে বংশপরম্পরায় । কিন্তু লকডাউনের জেরে সবরকম বিক্রি বন্ধ । এই অবস্থায় তারা আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে । শোলাশিল্পী নেপাল মালাকার,অশোক মালাকার ,বিশ্বেশ্বর মালাকার,বাবলু মালাকাররা তাদের আর্থিক সঙ্কটের কথা তুলে ধরেন ।

এ কেমন অমানবিক ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: চূড়ান্ত অমানবিক ছবি কোচবিহার ২নং ব্লকের বাইশগুড়ি এলাকায়। এই গ্রামেই বাস করেন কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী জয় হরিজন। মুম্বই থেকে চিকিৎসা করে বাড়ি ফিরবার পথে মৃত করোনা আক্রান্ত যুবকের মৃতদেহের কাছাকাছি থাকার কারণে তাকে সহ তার পরিবারের সদস্যদের কার্যত বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এই গ্রামে বসবাসকারী তার প্রতিবেশীদের একটি অংশ। মধ্যযুগীয় বর্বরতাও যেন হার মেনেছে এক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যকর্মী জয় হরিজন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে পিপিই কিট সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করেই নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।এরপর সাবধানতা অবলম্বন করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে কোয়ারান্টাইনে রাখা হলেও তার পরিবারের প্রতি চরম অমানবিক আচরণ করে চলেছেন প্রতিবেশীরা বলে অভিযোগ। এই জয় হরিজন এর স্ত্রী—পুত্রসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য মুদি দোকান থেকে শুরু করে সবজি দোকান, মাছের দোকানে কেনাকাটা করাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে পানীয় জল সংগ্রহ করবার

ক্ষেত্রেও প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই অসহায় পরিবারকে। তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাতায়াতের গলিপথ বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় এক ভয়াবহ আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে এই স্বাস্থ্য কর্মীর পরিবারকে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে শনিবার সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছুটে যায় পুলিশ। এলাকাবাসীকে সচেতন করার পাশাপাশি ব্যারিকেড ভেঙে সরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। যখন এই কোভিড—১৯ এর বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে থেকে যারা লড়াই করছেন তাদেরকে ওয়ারিয়র বা যোদ্ধা হিসেবে বারবার সম্মান করা হলেও, এই পরিস্থিতিতে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের, আজও কি মানবতা পদদলিত?

কলকাতায় হোর্ডিং– নয়া পলিসি আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘন্টায় সর্বাধিক ১৩৩ কিলোমিটার (গাস্টিং) গতিবেগে আমফান সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পর কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ এবার কলকাতায় হোর্ডিং স্ট্যান্ড বসানোতে নতুন পলিসি আনতে চলেছে। পুর প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান ফিরহাদ হাকিম বলেন, যত্রতত্র হোর্ডিং লাগিয়ে দিচ্ছি। এভাবে একটি মহানগর চলতে পারে না। 'এয়ার পলিউশনে'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভিজুয়াল পলিউশনে'রও (দৃষ্টিদূষণ) একটি বিষয় আছে। যেটা 'মেন্টাল হেলথে'র পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই 'মেন্টাল হেলথ'কে ঠিক রাখতে গেলে কলকাতায় হোর্ডিং বসানো

বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট পলিসি তৈরি করতে হবে, এ বিষয়ের বিশিষ্ট নগরায়ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা। কোন্ রাস্তায় ক'টা হোর্ডিং থাকবে এবং কিভাবে হোর্ডিংগুলি বসানো হবে। তা নগরায়ন–বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরি করানো হচ্ছে। কলকাতার একটি ৫০ বছরের পুরনো বাড়ির ছাদ হোর্ডিংয়ের জন্য ভাড়া দিয়ে দিলাম। তারপর যেদিন ওই হোর্ডিং ঘূর্ণিঝড়ের দমকা হাওয়ায় উল্টে পড়লো, তারপর তো ওই বাড়িটা ভেঙে গেলই, এবং সঙ্গে করে ওই বাড়ির লোকেরও মৃত্যু হলই, সঙ্গে করে পাশাপাশি যার ঘাড়ে পড়লো তারও মৃত্যু হল। সুতরাং, 'হোর্ডিং পলিসি' তৈরি করছে। কারণ কলকাতায় এখন ঝড় স্বাভাবিক নিয়মে চলে আসছে। একটা কালবৈশাখীতেই এ মহানগরের ওপর দিয়ে এখন বয়ে যাচ্ছে ঘন্টায় ৯৬ কিলোমিটার গতিবেগে। প্রসঙ্গত, কলকাতা মহানগরে কমবেশি ৬৫০টি 'স্ট্রিট হোর্ডিং' আছে। তার প্রায় সব ক'টিই বিভিন্ন বিজ্ঞাপন কোম্পানিকে বরাত দেওয়া আছে।

বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধারে সেনা

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া ও লাহিড়িপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ঘূর্ণিঝড় বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর কাজ শুরু করে এক কলম সেনা। আর পরের দিন গোসাবা ব্লকে কাজ শুরু করলো এক কলম সেনা। ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী ব্লকে ও আম্ফানে

আমফানের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গাছ কাটা ও বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর কাজে নাম নামলো ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ানরা। গত ২০ মে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের দাপটে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল গুলি তছনছ হয়ে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে প্রায় ১০ লক্ষের বেশি ঘরবাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয় আম্ফানের দাপটে। ঝড়ের তান্ডবে পড়ে যায় হাজার হাজার গাছপালা,বিদ্যুতের খুঁটি। ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের তার।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে দুই কলম সেনা আসে জেলায় গাছ কাটা ও বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর কাজে। গত ৩১ মে নামখানা,বকখালিতে গাছ কাটা ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গাছ কাটা ও বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর কাজ করবে সেনা।এদিকে আম্ফানের তান্ডবে গোসাবা ব্লকে ১৫৩০ টি বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে যায়, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়,পড়ে যায় হাজার হাজার গাছপালা এবং প্রায় ৬২ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গাছ কাটা ও বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর কাজ শুরু করেছে সেনা।যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের কোনও রকম অসুবিধা না হয়,তার জন্য সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অধিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তাল হয়ে উঠল তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল এলাকা। রীতিমতো তুফানগঞ্জ —আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়কের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে শামিল হলেন স্থানীয় পোনাপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘ প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ওই অবরোধ চলায় ক্ষুব্ধ পথ চলতি মানুষের সাথে অবরোধকারীদের বিরোধ তৈরি হয়।এক সময় দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয় বলে জানা গিয়েছে। পরে অবরোধ তুলে নিয়ে তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লক অফিসে আসেন সেখানকার বাসিন্দারা। গোটা এলাকা কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করেছে প্রশাসন। কার্যত

সিল করে দেওয়া হয়েছে তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপলের ৯এর ৪৩ নম্বর বুথ পোনা পাড়া এলাকা। সোমবার থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দোকানপাট বাজার হাট সবকিছুই। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন? যদি সংশ্লিষ্ট এলাকায় করোনা আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি থেকে থাকেন, তাহলে কেন এখনো এই সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। প্রশাসনের এই অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এবং এলাকায় করোনা সংক্রমিত কোনও ব্যক্তি থেকে থাকলে তাকে অবিলম্বে কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তাল হয়ে ওঠে ধলপলের এই পোনা পাড়া এলাকা। এদিকে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বৈঠক করে করোনা আক্রান্ত এই যুবক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে ব্লক প্রশাসন।

কোচবিহারে খুনখারাপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আবহের মধ্যেই রবিবার দুপুরে বন্ধুর হাতে খুন হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ১ নং ব্লকের পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাকাটা মাছের চারাপোনা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। মৃত এই যুবকের নাম প্রীতম দত্ত। তিনি স্থানীয় মাছের চারাপোনার ব্যবসায়ী।। প্রীতম দত্তকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্মরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে বলে জানা গেছে।

পরে স্থানীয়রা ওই অভিযুক্ত যুবককে আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পরে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত রিপন দে কে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, প্রত্যক দিনের মতো কোচবিহার ১ নং ব্লকের কলাকাটা মাছের চারাপোনা বাজার বসে। এই বাজারের কাছে দুই বন্ধু সেখানে বসে কথা বলছিল। সেই সময় তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অনুমান। তারপর তাদের মধ্যে কি হয়েছে তা বলতে পারছে না কেউই। তার পর প্রীতমের উপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় রিপন।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রীতমের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানে ধৃত রিপন। ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম হয় প্রীতম। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কলাকাটা বাজারে। পরে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দ্রুত আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর এলাকায় আসতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটাএলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একজন কে গ্রেপ্তার করেছে। কি কারণে তাকে খুন করা হয়ে তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তদন্ত করছে পুলিশ।

ভাওয়াইয়া শিল্পীদের কোভিডত্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা মোকাবিলায় মাতালহাট আঞ্চলিক ভাওয়াইয়া শিল্প গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রাণ তহবিলে ৬ হাজার ২৫০ টাকার চেক মহকুমা শাসকের দপ্তরে আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাতালহাট আঞ্চলিক ভাওয়াইয়া শিল্প গোষ্ঠীর হীরেন্দ্র নাথ বর্মন, সমীর তালুকদার, প্রফুল্ল বর্মন, ও মিলন চন্দ্র বর্মণ প্রমুখ এই চেক বিলিতে উপস্থিত ছিলেন। সারাদেশের সাথে এ রাজ্যেও মারন ভাইরাস করোনা যে ভাবে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই করোনা মোকাবিলায় যেভাবে রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন সেই নিরিখে করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এই অর্থ প্রদান করা হয় বলে জানান মাতালহাট আঞ্চলিক ভাওয়াইয়া শিল্প গোষ্ঠীর সদস্যরা।

লক ডাউনে সঙ্কটে ডেকরেটার্স

প্রথম পাতার পর

আগামী ৪ মাসে ভবিষ্যৎ চিত্র যা পূজা পর্যন্ত বিস্তৃত তাতে এই কর্মবিহীন সংসার প্রতিপালনে আমরা আতঙ্কিত। এমতাবস্থায় আপনার সর্নিবন্ধ বিবেচনা এবং সহায়তাদানের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টিগোচরে আনছি।

১) সার্বিক বিবেচনা লকডাউন পরবর্তিতে সকলপ্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠ সম্পাদনের দিকে দৃষ্টি রেখে এই প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা রাখার অনুমতি প্রদান করার জন্য আবেদন জানাই।

২) বিগত লোকসভা নির্বাচন জনিত কারণে এবং অন্যান্য কাজের জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরে বহু অর্ধপ্রাপ্য বকেয়া রয়েছে যা পরিশোধের নির্দেশে দান করার জন্য।

৩) স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানসহ সরকারি অনুদান, আর্থিক প্যাকেজ মজুরের আবেদন জানাই।

৪) ডেকরেটিং শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাভুক্ত করে ১৮% জিএসটির ন্যূনতম ৫% হারে লাগুকরনের আবেদন।

৫) লকডাউনের পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিতব্য সকল সরকারি ডেকরেটিং সংক্রান্ত কাজে ডেকরেটর ব্যবসায়ীদের নিযুক্তিকরণ, সিভিল কনট্রাক্টারদের পরিবর্তে ডেকরেটর ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিন্তকরণের আবেদন।

বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যুতের দাবিতে জয়নগর –দক্ষিণ বারাশত রোডের একাধিক জায়গায় বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রাস্তা অবরোধ করলো স্থানীয় মানুষজন। এদিন সকাল থেকে কুলপি রোডের বহড়ু কাকা পাড়া,দক্ষিণ বারাশত দাস পাড়া, জলের ট্যাংক, পদ্মেরহাট সহ গৌড়ের হাট, ময়দা পদ্মপুকুর, জীবন মন্ডলের হাট সহ একাধিক মোড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা গাছের গুড়ি ফেলে, বেঞ্চি দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে । আর তাতেই চরম সংকটে পড়েছে দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষ জন। রাস্তার উপর কয়েক শো গাড়ি সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভ কারীরা জানালেন, এলাকার ওপর দিয়ে আমফান ঘূর্ণিঝড় চলে গিয়েছে ১৫ দিন আগে। আর এই ঝড়ে বিদ্যুতের বহু সংযোগ দিয়েছে। যে এলাকায়

খুঁটি পড়ে গিয়েছে। ফলে এখনো এই সব এলাকা বিদ্যুতহীন। এই গরমে নিদারুণ কষ্টে কাটছে আমাদের। বিদ্যুত দফতরের লোকজন শুধু মিথ্যা কথা বলছে। কোনও কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না। তাঁর উপর এই এলাকার কিছু কিছু এলাকায় ঠিকাদার সংস্থা কিছু টাকার বিনিময়ে তাড়াতাড়ি বিদ্যুত মানুষ ঠিকাদার সংস্থাকে কিছু দিতে অস্বীকার করছে সেই সব এলাকায় বিদ্যুত সংযোগ পেতে গড়িমসি করছে ঠিকাদার সংস্থা বলে তাদের অভিযোগ। আর তাই তাঁরা দ্রুত এলাকায় বিদ্যুতের দাবিতে এই অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ঠিকাদার সংস্থার কোনও মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

আমফানে বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দারা রক্ষা পেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবল আশঙ্কার বার্তা যেখানে ছিল, শান্তির বার্তা, সতর্কতাবশত সেখানে তেমন প্রভাব পড়েনি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বার্তা ছিল, কলকাতা মহানগরীতে অতি তীব্র সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আমফানে'র দমকা হাওয়ার (গার্স্টিং) সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১৩০ কিলোমিটারে পৌঁছবে। আবহাওয়া দফতরের এই বার্তায় কলকাতা পুর প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধানের নেতৃত্বে পুর বিল্ডিং দফতর কলকাতা পুর এলাকায় যে ৩০৪৬টি 'বিপজ্জনক বাড়ি' রয়েছে। তার মধ্যে 'অতি বিপজ্জনক বাড়ি' বলে পরিচিত এমন প্রায় ৫০০টি বাড়ির মধ্যে ৫৯টি বাড়ির দুর্দশা কলকাতা পুরসংস্থা ও কলকাতা পুলিশের কপালে ভাঁজ ফেলে আমফান। বাড়িগুলি রয়েছে বড়বাজার, শোভাবাজার, বাগবাজার, হাতিবাগান, মানিকতলা, কলেজ স্ট্রিট, বউবাজার, বেলেঘাটা, উল্টোডাঙা ও ভবানীপুর এলাকায়। কলকাতার এই ১০টি জায়গার 'অতি বিপজ্জনক বাড়ি'র বাসিন্দাদের আমফানের তাণ্ডবলীলা আরম্ভের আগেই স্থানীয় কমিউনিটি হল ও অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে 'ডিলাপিডেটেড' বাড়িগুলি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কলকাতায় বাড়ি ভেঙে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। কলকাতায় ঘন্টায় ১৩৩ কিলোমিটার বেগে আমফান আছড়ে পড়া সত্ত্বেও। স্বাধীনতা উত্তর কলকাতার ইতিহাসে এরকম তাণ্ডব আগে কখনও ঘটেনি। সম্প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলছে, কলকাতায় সব থেকে বেশি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে উত্তর কলকাতার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে, বড়বাজার এলাকা, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে এই ধরনের বাড়ি রয়েছে ২১৫টি। এছাড়া ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে (বড়বাজার) ১৩৯টি, ৪০ নম্বর ১২৮টি (কলেজ স্ট্রিট), ২৫ নম্বরে (জোড়াসাঁকো) ১২৭টি এবং ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে (মহাকরণ–রাজভবন) ১০৩টি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিপজ্জনক বাড়ির মোট সংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি বাড়ি রয়েছে কলকাতার মাত্র ১৫টি ওয়ার্ডে। এর মধ্যে ভাঙার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে ৩০টি অতি বিপজ্জনক বাড়ি।

মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হলো বাঁকুড়ার কুমড়ো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : লকডাউন ও আমফানের কারণে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির মুখে কৃষকেরা। ধান, তৈলবীজ থেকে শুরু করে সবজির চাহিদা কমে যাওয়ায় মাথায় হাত চাষিদের। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল স্বরাজ ইন্ডিয়া। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত ঊষারডিহি–জামডোবা গ্রামের আদিবাসী কৃষকেরা তাদের জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা কুমড়ো বিক্রি করতে পারছিল না। লক ডাউনের জন্য চাহিদা তলানিতে ঠেকেছিল। তাঁর ফলে ওই কৃষকদের কপালে আর্থিক সংকটের কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ ভুবনেশ্বরী গ্রামের কৃষকেরা আমফান ঘূর্ণিঝড়ে তাদের ফসল চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছে। ভেসে যেতে দেখেছে জীবনধারণের সমস্ত সম্বল। তাদের জীবনে আজ পানীয় জলের পাশাপাশি খাদ্য সংকট একটি বড় সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। স্বরাজ ইন্ডিয়ার কৃষক শাখা এই দুই জায়গার কৃষকের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে দিলো। ১.৫ টন কুমড়ো বাঁকুড়া থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পৌঁছে দিলো তাঁরা। এতে ফসল বিক্রি করতে না পারা উত্তম হাঁসদা, গাড়ু সিং সর্দাররা যেমন উপকৃত হলেন,তেমনই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার বিপন্ন

ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর খাবারের সংস্থান হলোএকটি । স্বরাজ ইন্ডিয়ার মৈপীঠ শাখার উদ্দ্যোগে ভুবনেশ্বরী গ্রামের শতাধিক কৃষক পরিবারের হাতে এই কুমড়ো তুলে দেওয়া হলো।

করোনাত্তর যুগ ও ডিজিট্যাল রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

আগামীদিনে যে বাংলা দখল পদ্মশিবিরের প্রধান লক্ষ্য এটাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে চলেছেন বিজেপির বড়, মেজ, ছোট সব নেতানেত্রীরাই। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ব্যতিক্রম নন।

আর এই বাংলা বিজয়কে সামনে রেখে আগামী ৯ জুন,২০২০, মঙ্গলবার অমিত শাহর সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রচার শুনলে মনে হতে বাধ্য ব্রিগেড বা শহিদ মিনারে সভা করতে চলেছেন শাহ। তোপ দাগবেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।

কিন্তু, এই লকডাউন পরিস্থিতিতে সেটা কি করে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে এটাই বলার বিজেপির আইটি সেল হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। হ্যাঁ, অমিত শাহ রাজ্য বিধানসভা ভোটের বছর খানেক আগে এভাবেই, অর্থাৎ ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করবেন। করোনা, আম্ফান উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা সামনে আনবেন। সারা দেশের চেয়ে এ রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর হার কেন বেশি, কেন প্রথমদিকে মৃতের সংখ্যা চেপে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তা নিয়ে দুষবেন মমতা সরকারকে। কিন্তু, সেটা সবই ওই ভার্চুয়াল ময়দানে। ফেসবুক, টুইটার, ইউ টিউব সহ বিবিধ সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন এ রাজ্যের তৃণমূল বিরোধী মানুষ ও বিজেপির নেতা–নেত্রী, কর্মী সমর্থকেরা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বলে নয় বছরখানেকের মধ্যে যেসব রাজ্যে ভোট আছে সেসব জায়গাতেও এই পথেই হাঁটবে ভারতীয় জনতা পার্টি। গুজরাতের ক্ষেত্রেও এই ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হবে সর্বতোভাবে।

বাম ঘরানার রাজনীতিবিদদের কি হবে তাহলে। কিংবা মুখে বাম বিরোধিতা দেখালেও ছদ্ম বামপন্থী কায়দায় যারা রাজনীতি করেন, জঙ্গি আন্দোলনের নয়া রূপরেখা প্রদান

করেন তাদেরই বা কি হবে?

বিশেষ করে চলো এগিয়ে কমরেড, গড়ে তোলো ব্যারিকেড স্লোগান যখন অক্কা পাওয়ার মুখে।

রাস্তায় নেমে হয়তো আন্দোলন করতেই পারবেন। কিন্তু সেই সামাজিক দূরত্বের ফতোয়া মেনেই। বাম ঘরানার রাজনীতি হোক বা পরবর্তীতে তাদের সরিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়া রাজনৈতিক দল সবার রাজনীতির ক্ষেত্রেই ভিড় বা জনপ্লাবন একটা ভীষণ জরুরি এজেন্ডা।

একটা সময় ছিল যখন ব্রিগেড ভরানোর ওপর এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির টিআরপি নির্ভর করত। তাহলে করোনা পরবর্তী জীবনে রাজনীতি টা চলবে কিভাবে?

বিরোধী থেকে ক্ষমতাসীন হওয়ার ক্ষেত্রে যে জঙ্গি আন্দোলন ডান–বাম নির্বিশেষে সবার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে সেটা মাঠে মারা গেলে চলবে কি করে? তবে কি রাজনৈতিক দলগুলিকে সোশ্যাল সাইট নির্ভর হয়েই চলতে হবে? কথায় কথায় টুইটার হ্যান্ডেলে মন্তব্য করা, ফেসবুক পেজে রাজনৈতিক কর্মসূচি তুলে ধরা বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কর্মী–ক্যাডারদের নির্দেশ প্রদান করার প্রবণতাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এমনকি এই করোনা রুখতে এখন কি কেন্দ্র, কি রাজ্য সবাইকেই দেখা যাচ্ছে ভিডিও কনফারেন্সিং, স্কাইপ বা জুমের মাধ্যমে মিটিং করতে। এই ধারাটাই হয়তো অব্যাহত থাকবে আগামীতে। হ্যাঁ, ডান–বাম সব ধরনের রাজনৈতিক দলের নেতারাই হয়তো আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দলীয় কর্মীদের কাছে পৌঁছে যাবেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ডিজিট্যাল পথেই হাঁটছেন বহুদিন ধরেই। টুইটার, ফেসবুকে তাঁর বিচরণ অনেকদিন ধরেই। তিনিও ২০২১–এর প্রস্তুতির জন্য দলের নেতা–কর্মীদের বার্তা দিতে চাইছেন এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই।

বিভিন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন দৃশ্যপট হয়তো আর বেশি দূরে নেই। এক্ষেত্রে আরও একটা দাবি উঠবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। সেটা হল, কি দরকার ব্যালট বা ইভিএমের বির্তক বজায় রাখার? আমরা নিজেদের স্মার্ট ফোন ক্লিক করেই তো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারি। অনলাইনে সব কিছু হতে পারলে নির্বাচন নয় কেন? সেক্ষেত্রে যেমন ভোট সন্ত্রাস এড়ানো যাবে, তেমনই সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলাও সম্ভব হবে।

আবাস যোজনার সমীক্ষা ভিত্তি

প্রথম পাতার পর

ঢোল পেটানো আবাস যোজনার সাফল্য নিয়ে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির আমলে শুরু হয় ইন্দিরা আবাস যোজনা যা ২০১৫ সালে নতুন রূপে আসে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নামে। যার মূল উদ্দেশ্যই হল সরকারি সাহায্যে গরিব মানুষকে নিজের বাড়ি তৈরি করে দেওয়া। গ্রামীণ আবাস যোজনায় বলা হয়েছিল শুধু বাড়ি নয় তার সঙ্গে থাকবে স্যানিটেশন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ। এমনকি উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসের সুবিধাও। দীর্ঘ ৩৫ বছরে কোটি কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে এই যোজনায়। মাত্র ১০ বছর আগে ২০১১ সালে ১০০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এই প্রকল্পে। তাহলে সুন্দরবন এলাকায় এত কাঁচা বাড়ি কেন? কেন তারা এখনও আবাস যোজনার আওতায় এল না? এখন তো অনলাইন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এসেছে 'আবাস সফট' নামে মোবাইল অ্যাপ। সরকার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে ২০২২ সালের মধ্যে ২ কোটি বাড়ি তৈরির। এর মধ্যে কি ঠাঁই হবে সুন্দরবনের আমফান বিধ্বস্ত পরিবারগুলির? আমফান কি পারবে এদের আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দিতে? রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট বলছে ইতিমধ্যেই চলতি আর্থিক বছরের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। সকলের দাবি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হোক আমফান বিধ্বস্ত পরিবারের নাম।

পরিবেশ রক্ষায় প্রাচীন বটগাছ

প্রথম পাতার পর

যুবক শিবাজীর উদ্যোগে শুরু হয়ে যায় প্রাচীন বটবৃক্ষ বাঁচিয়ে রাখার তোড়জোড়। সেইমতো বৃহস্পতিবার সকালে প্রাচীন বটবৃক্ষে ডালপালা কেটে গাছ কে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়ে গাছটিকে সোজা করেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের এমন উদ্যোগে খুশি সাধারণ পরিবেশপ্রেমী মানুষজন। যুবক শিবাজী সিংহ জানান, সুন্দরবনের উপর বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। প্রচুর গাছপালা ভেঙে পড়েছে। একটি গাছ কেটে ফেলতে হয়তো কয়েক মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাবে। তারপর একটি গাছ একটি প্রাণ। একটি গাছ বড় করতে সময় লাগবে অনেক দিন। তাই প্রাচীন এই বটবৃক্ষ কে না কেটে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ নিয়েছি।

ভুগছে কোভিড চিকিৎসা

প্রথম পাতার পর

নয় দিনের মধ্যে তারা পজিটিভ থেকে নেগেটিভে চলে যায়। শোনা গেছে রাজস্থানেও হোমিও নির্ভর কোভিড চিকিৎসায় সুফল মিলেছে। আক্ষেপের কথা এটাই, আগ্রা যা পারল বাংলা তা পারল না। লক্ষ লক্ষ হোমিও চিকিৎসক নামতে পারলেন না কোভিডের লড়াইতে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নিয়েও চলছে একই রকমের অবহেলা। আয়ুষ থেকে আয়ুর্বেদিক নানা মিশ্রণ সেবনের কথা বলা হলেও তাদের কোভিড চিকিৎসার গবেষণার সুযোগও দেওয়া হল না। অথচ এখন ভারতের ঘরে ঘরে সরকারি মান্যতা ছাড়াই নিজেদের মতো করে আয়ুবেদিক পথ্য সেবন রুটিন হয়ে উঠেছে। অ্যাকুপ্রেশার বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসকও দাবি করলেন ওষুধ ছাড়াই কোভিড সারানোর পদ্ধতি জানা আছে তাঁর। কিন্তু প্যাথি কৌলিন্যে এখনও পর্যন্ত ওষুধ বা ভ্যাকসিনের নাগাল পেতে ব্যর্থ অ্যালোপাথি ছাড়া কাউকেই গবেষণার কাজে সরকারিভাবে লাগানো হল না। কিন্তু কেন? সকলেরই দাবি এর পিছনে রয়েছে মুনাফার সমীকরণ। লাভের বাজারে সাইড এফেক্ট থাকা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের কাছে তুলনায় কম দামী কম প্রতিক্রিয়ার হোমিও বা আয়ুর্বেদিক ওষুধ এঁটে উঠতে পারছে না। আর এই কৌলিন্য প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকরা। কারণ এতেই বেশি রোজগারের সম্ভাবনা। অতীতে বহু নামকরা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হোমিও চিকিৎসায় এগিয়ে এসেছেন মানুষের স্বার্থে। এখন তাদের দেখা পাওয়া দুষ্কর ,কারণ বর্তমানে চিকিৎসার বাজারে রোজগারই জীবনের একমাত্র মন্ত্র।

নদী বাঁধের ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে সাড়ম্বরে গঙ্গাপুজো সুন্দরবনবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদী বাঁধের ভাঙন রুখতে এবং চঞ্চল প্রকৃতিকে তুষ্ট করতে নদীর তীরে ঘটা করে গঙ্গাদেবী কে পুজো করলেন আম্ফান বিধ্বস্ত অসহায় সুন্দরবনবাসী। নদীর বাঁধ মেরামতির কাজ এবং ম্যানগ্রোভ নার্সারিতে চারাগাছ তৈরির কাজের যুক্ত থাকা মহিলারা সোমবার পুজোর আয়োজন করেছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা গ্রামের শতাধিক মহিলার মাতলা নদীর পাড়ে হাজির হয়েছিলেন গঙ্গাপুজোর জন্য।

পুজোর নেতৃত্বে ছিলেন নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপসী সাঁফুই। তিনি এদিন নদীর পাড়ে গঙ্গাদেবীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন,'সাম্প্রতিক আম্ফান ঝড়ে নদীবাঁধ ভেঙে ক্যানিং, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, সাগর ব্লকের বহু জায়গায় বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায়। কোনও কারণে হয়–তো দেবী আমাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁকে তুষ্ট করতে আমাদের শ্রমিক মায়েরাই এই পুজোর আয়োজন করেছেন। আমরা আজ ভক্তিভরে দেবীকে আরাধনা করেছি।'

'একশো দিনের প্রকল্প'র জেলা প্রকল্প আধিকারিক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় এদিন বিকালে জানিয়েছেন, 'সুন্দরবনের নদীর ধারে বসবাসকারী একশো দিনের কাজে'র সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা এদিন ক্যানিংয়ে গঙ্গা পুজো করেছেন। এতে প্রকৃতি দেবীকে কতটা খুশি যাবে জানি না। তবে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসে পুজো করেছেন।' এদিন পুজো শেষে পুরোহিত অসীম চক্রবর্তী বলেন, 'আমি মায়েদের হয়ে দেবীর কাছে কামনা করছি এই আয়লা, বুলবুল বা আম্ফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুন্দরবনবাসীকে বাঁচাতে।'

চ্যাংড়াবান্দা সীমান্তে দ্রুত শুরু বৈদেশিক বাণিজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চ্যাংড়াবান্দা সীমান্ত দিয়ে খুব দ্রুত শুরু হতে পারে ভারত–বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য। জানালেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। বুধবার বৈদেশিক বাণিজ্য চালুর বিষয় নিয়ে প্রশাসনের তরফে একটি বৈঠক করা হয় মেখেলিগঞ্জের বিডিওর দপ্তরে। বৈঠকে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক লক্ষ্মী বি তান্নিরু, বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান, চ্যাংড়াবান্দা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র অধিকারী,মহকুমা শাসক রাম কুমার তামাং ব্যবসায়ী সহ বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতির কারণে গোটা দেশের ন্যায় চ্যাংড়াবান্দা সীমান্তেও বাণিজ্য বন্ধ রেখেছিলেন এপারের ব্যবসায়ীরা। প্রায় তিন মাস ধরে চ্যাংড়াবান্দা স্থল বন্দর দিয়ে দুই দেশের সমস্ত প্রকার আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। এরপরেই এবারের ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। করোনা মোকাবিলায় ক্ষতির মধ্য দিয়েও সরকারি নিয়ম কে মান্যতা দিয়ে নিজেরাই ব্যবসা বন্ধ রেখেছিলেন দুই দেশের ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে প্রশাসনের তরফে নিয়ম নীতি কিছুটা শিথিল হয়েছে। যার পরেই এই চ্যাংড়াবান্দা সীমান্তের ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু করার ব্যাপারের আগ্রহ প্রকাশ করে ও ব্যবসা করার ব্যাপারে প্রশাসনের নিকট চিঠিও পাঠিয়েছেন। অবশেষে সেই ডাকে সারা দিয়ে প্রশাসনের তরফে এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এদিন বৈঠকের পরেই জেলা শাসক পবন কাদিয়ান বলেন, খুব দ্রুত এই সীমান্ত দিয়ে ব্যবসা শুরু হতে পারে। পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের আগ্রহ ও তাদের মতামতের জানার ব্যাপারেও তিনি এপারের ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেন। এককথায় বাংলাদেশ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরেই এই সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য পুনরায় শুরু হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। অন্যদিকে এই নিয়ে চ্যাংড়াবান্দার ব্যবসায়ীরা খুব দ্রুত ওপারের ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে তা প্রশাসনকে জানানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানান। এদিনের বৈঠকে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে খুশি এপারের ব্যবসায়ীরা। তারা জানান, সমস্ত প্রকার স্বাস্থ্য বিধি মেনে সীমান্ত দিয়ে ব্যবসা করবেন।

প্রশাসনের তরফে এদিনের বৈঠক

নদীবাঁধ মেরামতির দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের নদীবাঁধ দ্রুত মেরামত সহ একাধিক দাবিতে বুধবার রায়দীঘি সেচ দফতরে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ দেখালো সুন্দরবন নদীবাঁধ জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি। উত্তম হালদারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সেচ দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন। দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো– ১) বর্ষা আসার আগে নদীবাঁধগুলো দুর্যোগ মোকাবিলার উপযুক্ত করে মেরামতি করতে হবে। ২) জমি অধিগ্রহণ করার পরেও কেন এখনো রিং বাঁধ হল না তাঁর জবাব দিতে হবে। ৩) আমফান ঝড়ে নোনা জল ঢুকে চাষ যোগ্য জমি, পুকুরের মাছ ও পানীয়জলের ক্ষতি হয়েছে। এগুলির অতি দ্রুত সংস্কার করতে হবে। জনস্বাস্থ্যে প্রতিকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। মথুরাপুর রায়দীঘি রোডে কয়েকশো মানুষ এদিন মিছিল সহযোগে এই ডেপুটেশনে অংশ নেন। তবে এ ব্যাপারে সেচ দফতরের আধিকারিক কোনো মন্তব্য করতে চায় নি সংবাদ মাধ্যমের কাছে।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর কাতর আবেদনে সাড়া, রক্ত দিলেন তৃণমূল যুবনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘড়ির কাটা টিকটিক করে রাত ১২ টার দিকে এগিয়ে চলেছে।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের বগুলাখালি গ্রামে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বছর সাতেকের শিশুকন্যা কে নিয়ে চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন লতিকা পুরকাইত। রাত পোহালেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু কন্যা পায়েল পুরকাইতের রক্তের প্রয়োজন। গত এক সপ্তাহ হন্যে হয়ে খুঁজেছেন রক্তের সন্ধানে। কোথাও জোগাড় করতে পারেনি। আনেক রক্তদাতা রক্ত দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও করোনা সংক্রমণের ভয়ে কেউ রক্ত দিতে চাইছেন না।হাসপাতালেও রক্তের জোগান না থাকায় চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, গ্রুপ মিল করে রক্তদাতা কে সাথে করে আনলে রক্ত দেওয়া সম্ভব। না হলে রক্ত দেওয়া সম্ভব নয়। আচমকা গভীর রাতে কান্নাকাটি করে ছোট শিশু পায়েল তার মায়ের হাত থেকে ফোন নিয়ে খেলা করতে থাকে। ফোন থেকে একটি কল চলে যায় ক্যানিং ১ ব্লক যুব তৃণমূল নেতা পরেশরাম দাসের কাছে। গভীর রাতে ফোন। ফোনের অপর প্রান্তে ছোট্ট শিশুর কণ্ঠস্বর,আশ্চর্য হয়ে যায় যুবনেতা। তিনি পাল্টা কলব্যাক করেন।ফোন আসতেই ফোন ধরেই শিশুকন্যা পায়েল বলতেই থাকে কাকু আমাকে বাঁচান। আমি থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। আমার

রক্তের প্রয়োজন। রক্ত না পেলে বাঁচবো না।

গভীর রাতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর এমন কাতর আবেদনে সারাটা রাত ঘুমাতে পারেননি এই যুব তৃণমূল নেতা।

সোমবার সকালেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আয়োজন করেন রক্তদান শিবির। সেখানেই যুব তৃণমূল নেতা পরেশরাম দাসের ডাকে সাড়া দিয়ে ৬০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। রক্তদান শেষেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু পায়েল পুরকাইত ও রাজ মন্ডলের রক্তের ব্যবস্থা করে দেন এই যুবনেতা। রক্ত পেয়ে খুশিতে মন ভরে যায় দুই শিশু সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের।

যুব তৃণমূল নেতা পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে রক্ত চেয়ে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত পায়েল পুরকাইত নামে এক শিশু বাসন্তীর বগুলাখালি গ্রাম থেকে কাতর আবেদন করেছিল। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ছোট্ট শিশু পায়েল পুরকাইত ও রাজ মন্ডলের জন্য তড়িঘড়ি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সোমবার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত দুজন শিশুকে রক্ত দিতে পেরে ভালো লাগছে।পাশাপাশি প্রতিমাসে রক্তের জন্য হন্যে হয়ে যাতে ঘুরতে না হয় তার জন্য ডোনারের ব্যবস্থা করা হবে দুজন শিশুর জন্য।

অন্যদিকে, রক্ত পেয়ে খুশি পায়েলের মা লতিকা পুরকাইত ও রাজ এর মা উমা মন্ডল।

লতিকা ও উমা দেবী জানিয়েছেন, পরেশরাম দাস শেষ মুহূর্তে রক্ত জোগাড় করে দেওয়ায় প্রাণে বেঁচেছে দুজন শিশু। মানবিক পরেশবাবুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।পরেশ বাবু না থাকলে কি যে হতো সেটা একমাত্র ভগবানই জানেন।

উল্লেখ্য, লকডাউনের শুরু থেকে কোথাও রক্তদান শিবির না হওয়ায় প্রায় প্রতিনিয়ত রক্তের সঙ্কট চলছে। সেই রক্তশূন্যতার ঘাটতি পূরণ করার লক্ষ্যে পরেশরাম দাস ইতিমধ্যে তিনবার রক্তদান শিবির করছেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এমনকি তিনি নিজেও রক্তদান করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।জানা গেছে এ পর্যন্ত পরেশ রাম দাসের উদ্যোগে প্রায় ২০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।

দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির সংবর্ধনা

দেবাশিস রায় : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় যাঁরা দিন—রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবার তাঁদের সংবর্ধনা জানাল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট এস আর ফুটবল আকাদেমি। গুটি গুটি পায়ে ১৫ বছর অতিক্রম করা দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির কাছে চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসা কর্মী, সাফাই কর্মী সহ পুরসভা, পুলিশ, প্রশাসন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তাব্যক্তি সকলেই করোনা যোদ্ধা রূপে পরিগণিত হওয়ায় এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন কর্মসূচি। মঙ্গলবার আকাদেমির পক্ষ থেকে সদস্যরা কাটোয়া ২ নং ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কাটোয়া ২ নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, দাঁইহাট পুরসভা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরে গিয়ে করোনা যোদ্ধাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন। এদিন তাঁরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির আধিকারিক সহ কর্তাব্যক্তিদের হাতে পুষ্পস্তবক সহ মানপত্র তুলে দিয়ে সম্মান জানানোয় করোনা যোদ্ধাদের সকলেই অভিভূত। এর আগে গত ২৮ মে দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি সংস্থার ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে মুমূর্ষু মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। পাশাপাশি, এলাকার শতাধিক দুঃস্থ করোনা ক্লিষ্টের মধ্যে খাদ্যসামগ্রীও বিতরণ করেছে। এহেন সামাজিক ও মানবিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আকাদেমি স্বাভাবিক ভাবেই এলাকাবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। দাঁইহাট এস আর ফুটবল আকাদেমির সম্পাদক নীলকান্ত রায় বলেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় যাঁরা দিন—রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন আমাদের কাছে তাঁরা করোনা যোদ্ধা। আমরা এই যোদ্ধাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের এদিন সম্মান জানাতে পেরে নিজেরা সম্মানিত বোধ করছি।

দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিলি নবদম্পতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আবহে বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান বাতিল করে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিলি করলেন কোচবিহার ২ নং ব্লকের রাজারহাট যাত্রাপুর তল্লিতলার মন্ডল পরিবার। সেই উপলক্ষে প্রায় ১০০ জন দুস্থ মানুষদের হাতে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন তারা।

জানা গেছে, গত ৪ মাস আগে সম্বন্ধ করে ১৭ এপ্রিল বিয়ে ঠিক হয় মনোজ ও পাপড়ির। লকডাউনের কারণে সেই বিয়ে পিছিয়ে গত ৩১ মে বিয়ে হয় কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের টাকাগাছ রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের যাত্রাপুর তল্লিতলার বাসিন্দা এই মনোজ মণ্ডল এর সাথে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের দেওয়ানহাট পুষণাডাঙার পাপড়ি সরকারের। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিয়ে হয় তাদের। লকডাউন–এর কারণে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান বাতিল করে সেই টাকায় বুধবার এলাকার দুঃস্থ অসহায় দিনমজুরদের হাতে চাল, ডাল, তেল, নুন, সোয়াবিন, আলু, পেঁয়াজ তুলে দেওয়া হয়। বিশেষ করে যারা দুঃস্থ এবং দিন মজুর, দিন আনি দিন খাই মানুষ, যারা গৃহ বন্দির কারণে কার্যত কাজ হারিয়েছেন। ফলে উপার্জন পুরোপুরি বন্ধ। মূলত সেই সমস্ত মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

পূর্ব বর্ধমানে দুর্যোগের কবলে নষ্ট খড়
গোখাদ্যের দুঃশ্চিন্তায় বাসিন্দারা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পর পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে এবার বোরো ধানের দফারফা। একইসঙ্গে তিল, পাট, সবজি চাষও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। চলতি সপ্তাহেও একাধিক দিন মুষলধারে বৃষ্টির কবল থেকে রেহাই মেলেনি। পূর্ব বর্ধমানের সর্বত্র এমনতর দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেই গোপালকদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট। জেলার চারটি মহকুমাজুড়েই এবার ঘন ঘন কালবৈশাখী, তুমুল বর্ষণ, শিলাবৃষ্টিজনিত কারণে বোরো ধান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষিরা জল–কাদাময় মাঠ থেকে কোনওরকমে ধান কেটে খামারে তুলতে সক্ষম হলেও বহু জায়গায় মাঠের পর মাঠ জুড়ে খড় পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এই খড়ই হল অন্যতম প্রধান গোখাদ্য। চাষিরা কোনওরকমে ধান কাটার পর অনেকেই এবার মাঠ থেকে খড় তুলে বাড়িতে আনতে পারেন নি। কেউ যদিও বা কিছু পরিমাণ খড় তুলে আনতে পেরেছেন তো' তার বেশিরভাগই গোখাদ্য হিসেবে যথোপযুক্ত নয়।

জলকাদায় খড় কালচে রং ধারণ করে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চাষিরা সেই খড় বাড়ির উঠোনে রোদে শুকিয়ে নেওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে কারণে এবার গোখাদ্যের যোগানে টান যেমন পড়বে পাশাপাশি মজুত করা পুরনো খড়ের দামও বেশ চড়া হবে বলে গোপালকদের আশংকা।

বিভিন্ন এলাকার সূত্রে জানা গেছে, এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে এত বিপুল পরিমাণ খড় নষ্ট হয়েছে যে গোখাদ্যে ব্যাপক টান পড়ার আশংকায় ভুগছেন গোপালকরা। যেকারণে তাঁদের অনেককেই গোরু, মোষ বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। জেলার জগদানন্দপুর পঞ্চায়েতের আখড়া গ্রামের বাসিন্দা মাধাই ঘোষ বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবার বোরো চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বহু চাষি কোনওমতে কিছু কিছু ধান তুলতে পারলেও খড় মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। ফলে নিঃসন্দেহে গোখাদ্যের জোগানে টান পড়েছে। জেলা ডিওয়াইএফআই–এ নেতা অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, দরিদ্র গোপালকরা চড়া মূল্যে খড় কিনতে পারছেন না। ফলে তাঁদের অনেকেই গোরু, মোষ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কাটোয়ার সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের এলাকার জমি থেকে অনেকেই কোনওমতে কিছু কিছু খড় তুলতে পারলেও তা গোখাদ্য হিসেবে উপযুক্ত নয়। ফলে গোখাদ্য নিয়ে সংকট বাড়বে। এবার বোরো ধানের পাশাপাশি তিল, পাট, সবজি চাষেও সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে। সরগ্রাম পঞ্চায়েতের কামাল গ্রামের বাসিন্দা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবারে দফায় দফায় দুর্যোগে চাষিদের পাশাপাশি গোপালকদেরও মাথায় হাত।

ভাড়া বাড়াল চালকেরা, ক্ষোভ যাত্রীদের মধ্যে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : লকডাউনের চতুর্থ ভাগ শেষ হয়ে সারা দেশে ১ জুন থেকে আনলক শুরু হয়েছে। আর এই ভাগে সারা রাজ্যে বাস, অটো, টোটো চলাচল শুরু হয়েছে। সরকার বলেছে অটো ও টোটো মাত্র দুজন যাত্রী নিয়ে পরিষেবা চালু রাখবে। আর এই সুযোগে অটো ও টোটো চালকেরা তিন থেকে চারগুন ভাড়া বৃদ্ধি করে দিয়েছে। অথচ যাত্রী দুজনের পরিবর্তে চার থেকে পাঁচ জন নিচ্ছে। যেখানে জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাশতের পূর্ব নির্ধারিত ভাড়া ছিলো ১৫ টাকা। তা এখন নেওয়া হচ্ছে ৩০– ৫০ টাকা। যেখানে অটো বা টোটোতে আগে উঠলে প্রথম ভাগে সাত টাকা ভাড়া ছিলো। এখন তা ১৫–২০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। আর এই বিপুল ভাড়া বৃদ্ধিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এ ব্যাপারে জয়নগরের কয়েকজন নিত্য যাত্রী বলেন, এত বেশি দিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। একে দীর্ঘ দিন লক ডাউনে আমাদের কাজকর্ম নেই, তাঁর উপর জোর জুলুম করে এত ভাড়া বৃদ্ধি কেন করা হলো? আর এ ব্যাপারে প্রশাসন চুপ কেন? এ ব্যাপারে জয়নগর দক্ষিণ বারাশত অটো ইউনিয়নের সম্পাদক মান্নান সরদার বলেন, আমরা ইউনিয়নগত ভাবে এখনো ভাড়া বৃদ্ধি করি নি। তবে বৃদ্ধি করা হবে। আর এখন ওরা কেন বেহিসেবী ভাবে এত ভাড়া নিচ্ছে সে ব্যাপারে কিছু জানি না। তবে বেহিসেবী ভাবে এই ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ভুঁসছেন, যে কোন সময়ে বড়ো কিছু ঘটে যেতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় মানুষজন। সরকারি ভাবে এখনই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের কোনো মন্তব্য পাওয়া গেল না ফোন সুইচ অফের কারণে।

মোবাইল চার্জের ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের উপর দিয়ে আমফান চলে গেছে দু সপ্তাহ আগে। এখনো বিদ্যুতহীন কুলতলি ব্লক। এখনো বিদ্যুত হীন জয়নগরের বেশির ভাগ এলাকা। আর এই বিদ্যুত হীন এলাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে মোবাইল ব্যবহারকারী মানুষ । আর এই সুযোগে এক শ্রেণীর মানুষ জেনারেটর চালিয়ে চড়া দামে মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা করেছে। ২০–৩০ টাকার বিনিময়ে মোবাইল চার্জের ব্যবসা শুরু করেছে কিছু মানুষ। আর এই চার্জ দেবার জন্য দোকান গুলিতে ভিড়ও হচ্ছে প্রচুর হারে। বিদ্যুত দফতরের গড়িমসির ফলে এই সব এলাকায় কবে বিদ্যুত আসবে তাঁর কোনও সদুত্তর বিদ্যুত দফতরের আধিকারিক দের কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৬/১২/২০১৫ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার আধার কার্ডে (২০৩৬৪৩০০৯০২৩ নং) এবং আমার ভোটার কার্ডে (জিটিওয়াই ৩৫৮৫৪৬০) উল্লিখিত আমার প্রকৃত নাম প্রভাকর মণ্ডল–এর পরিবর্তে আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (২১৭২নং) আমার নাম পবন মণ্ডল বলে লেখা হয়েছে। প্রভাকর মণ্ডল ও পবন মণ্ডল এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

প্রভাকর মণ্ডল
গ্রাম ঃ মুন্সি কালিমুদ্দিন লস্কর পাড়া।
পোঃ কাঠালবেড়িয়া, থানা ঃ বাসন্তি
দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com